মেহেরপুরে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস পালিত

মেহেরপুরে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার (২৬ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
এর আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, শিক্ষা ও আইসিটি এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (নেজারত শাখা, ট্রেজারি শাখা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখা) সাজেদুল ইসলাম, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ, উপ-পরিদর্শক মদন মোহন সাহা, মোঃ মতিয়ার রহমান, সহকারী উপ-পরিদর্শক ইসমাইল হোসেন, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মোঃ তরিকুল ইসলাম বলেন, মাদক সমাজ ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার। তরুণ প্রজন্মকে এই অপশক্তি থেকে রক্ষা করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।

আমাদের শিক্ষা খাতের জন্য ভয়ানক বার্তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর সেখানে যদি দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়ায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী, স্কুল পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে-যা দেশের শিক্ষা খাতের নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার ওপর এক গুরুতর আঘাত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আখিতারা খাতুন একটি ভুয়া ডিপ্লোমা সনদ ব্যবহার করে চাকরি নেন এবং দীর্ঘ চার বছর যাবৎ সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ৮.৮২ লাখ টাকা বেতন নেন। শুধু তাই নয়, এই জালিয়াতিকে বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং স্কুল কমিটির সভাপতি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। এমন কর্মকাণ্ড কেবল আইনের লঙ্ঘনই নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের মাঝে অনৈতিকতা, মিথ্যাচার ও প্রতারণার এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, কিছু ব্যক্তি তাদের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরো একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ধ্বংস করেছে। যেখানে শিক্ষকরা আদর্শ ও নৈতিকতার প্রতীক, সেখানে এমন লজ্জাজনক ঘটনা শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দেয়। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন বা শিক্ষা দপ্তর এতদিন এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো নজরদারি করতে পারেনি, যার ফলে একটি জাল সনদধারী ব্যক্তি বছরের পর বছর বেতন তুলেছেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাই দুর্নীতি দমন কমিশনকে, যারা তদন্ত করে যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করেছে এবং সত্য উদঘাটনের পথে এগিয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন আইনানুগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, শিক্ষা খাতের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল যাচাই-বাছাই, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হওয়া উচিত। দুর্নীতি বা অনিয়মের খবর জানলে নির্ভয়ে অভিযোগ জানানো এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করা সামাজিক দায়িত্ব।

শেষ কথা হলো, শিক্ষার মতো পবিত্র অঙ্গনে যারা দুর্নীতি ছড়ায়, তাদের কোনো রকম সহানুভূতির সুযোগ নেই। একজন ভুয়া ডিগ্রিধারী শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পারে, তেমনি তাকে সহযোগিতা করা ব্যক্তিরাও সেই অপরাধে সমান অংশীদার। এই ধরনের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মেহেরপুরে গত ৬ মাসে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ২১ জন, আহত অর্ধশত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে। এনিয়ে গত ৬ মাসে মেহেরপুরে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

গতকালের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪। তাদের দুজনের মোটরসাইকেলেই হেলমেট ছিল কিন্তু হেলমেট পরিহিত ছিল না বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, মেহেরপুরে গত ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র এবং বৃদ্ধও রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের সংঘর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন, আহত হন একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন। ৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন। ৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন, আহত হন আরও ৪ জন। ৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়। ১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত, ৩ নারী আহত হন। ৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক (৬৫) নিহত হন। ৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রি-মুখি সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার অফিসার আক্তারুজ্জামান ওরফে

শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান। ২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান। ২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিন আলগামনের সাথে ধাক্কায় প্রবাস ফেরত সাগর মিয়া
(২৪) নিহত হন। ৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত, মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত।

২৭ জানুয়ারি, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫)। ৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হন স্কুল ছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজ ছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। ১ ডিসেম্বর, তেঁতুলবাড়িয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলছাত্র সজিব হোসেন (১৬) প্রাণ হারান।

এই ছয় মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। স্কুলে যাওয়ার পথে, রাস্তা পার হতে গিয়ে বা ভ্যানে থাকাকালীন তাদের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জন প্রবাস ফেরত যুবকও রয়েছেন, যারা ছুটি কাটাতে দেশে এসে প্রাণ হারিয়েছেন।

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনীতে বোমা ফাটিয়ে গণডাকাতি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখোলা রাস্তায় বোমা ফাটিয়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল গণডাকাতি চালিয়েছে। এ সময় তারা তিনটি বোমার বিস্ফোরণ

ঘটিয়ে পথচারীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন এবং মোটরসাইকেল লুট করে নেয়। বুধবার (২৫ জুন) দিবাগত রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগীরা জানান, গাংনী উপজেলার গোহাটপাড়া এলাকার আরিফুল ইসলাম ও কাষ্টদহ গ্রামের মো. শিশির ধানখোলা গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে কালো কাপড়ে মুখঢাকা দুইজন ডাকাত পিস্তল হাতে লেজার লাইট দেখিয়ে তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। এরপর অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা, মোবাইল ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়।

তারা জানান, এসময় আশপাশে থাকা ৮/১০ জন পথচারীকেও পাশের একটি মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে ডাকাত দল সবার টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। তাদের সঙ্গে থাকা আরও ৫-৬ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্র ও ওয়াকিটকি নিয়ে দূর থেকে পাহারা দিচ্ছিল। ডাকাতি শেষে তারা তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোটরসাইকেলটি ফেলে রেখে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল পুলিশের একটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে তিনি সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, “ডাকাতদের ধরতে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় কয়েকশো বছরের সরকারি রাস্তা দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ স্থানীয় ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীনের বিরুদ্ধে। রাস্তার দু’পার্শ্বে পাকা বাড়ি নির্মাণ করায় রাস্তাটি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামের কৃষকরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না।

গ্রামবাসীরা জানান, শ্যামপুর হঠাৎ পাড়ায় একটি ২০/২৫ ফিট সরকারি রাস্তা হিসেবে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করতো প্রায় শত বছর ধরে। ওই রাস্তায় পার্শে রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন শ্যামপুরের জনৈক এক ব্যাক্তির কাছ থেকে ৫ শতাংশ করে জমি ক্রয় করেন। তবে জমি জরিপ না করেই ক্ষমতার দাপটে জনগণের একমাত্র রাস্তার অধিকাংশ জমি দখল করে পাকা বাড়ি নির্মাণ করেন ফারুক হোসেন। ফারুক হোসেনের দেখাদেখি রুহুল আমিনও বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এত রাস্তায় ব্যবহ্রত বেশির ভাগ জমি দখল হয়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে গ্রামে দফায় দফায় শালিশ বৈঠক হলেও জমির দখল ছাড়তে রাজি নন ফারুক হোসেন ও রুহুল আমীন।

সরকারি রাস্তার জমি উদ্ধারে স্থানীয় আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। কিন্তুু ক্ষমতার দাপটে ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ অমান্য করেন রুহুল আমীন ও ফারুক হোসেন।

পরে আবারও ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করেন আবুল কালাম আজাদ। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সার্ভিয়ার ও গ্রাম পুলিশ দিয়ে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। সে মোতাবেক আজ বুধবার সকালে জমি জরিপ করেন সার্ভিয়ার। সে সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ রমজান আলী বলেন, আমাদের বাপ দাদাদের আমলের রাস্তা এটি। গ্রামের সব মানুষ মাঠের ফসল তোলা ও চলাচল করে। অথচ রুহুল ও ফারুক রাস্তার জমি অর্ধেক দখল করে নেয়। আবুল কালাম আজাদ জানান, গ্রামের শহিদুল, জামিরুল, বাবু ও লিখন জমি দখল করেছে এবং আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আমার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শংকিত।
ফারক হোসেন বলেন, আমরা যখন বাড়ি নির্মাণ বা প্রাচীর নির্মাণ করেছি তখন মাপা হয়নি। অনুমানের ওপর করেছি। এখন দেখছি রাস্তার জমি। তবে সরকারি জমি হলে আমি তা ছেড়ে দেবো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য (সাবেক) ফাহিমা খাতুন জানান, রাস্তাটি শত বছরের পুরাতন। অথচ দখল হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থে বেদখল হওয়া রাস্তা উদ্ধার হওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, এমন কোনো বিষয়ে আমার কাছে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির যে সনদ ব্যবহার করেছেন সেটি জাল/ভুয়া। উক্ত ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ইস্যুকৃত ভুয়া সার্টিফিকেট দাখিল করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে যোগদান করেছেন।

ব্যাংক হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, তিনি ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরির বেতনভাতা বাবদ মোট ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা উত্তোলন করেছেন। যা ‘ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স’ এর ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এছাড়া বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবেক মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী আসামি আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে তাকে উক্ত ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকুরিতে নিয়োগ এবং সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। উক্ত ঘটনার সাথে অন্য কারো সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে এজাহারে উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

আখিতারা খাতুনের নিয়োগ বোর্ডে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি, ডিজি প্রতিনিধি কাজী মোঃ আনিসুজ্জামান, সাবেক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি) বিনয় কুমার চাকী, অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ আনারুল ইসলাম ও বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

নিয়োগ বোর্ড তিনজন আবেদনকারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। রেজুলেশন বহির সত্যয়িত ছায়ালিপি থেকে দেখা যায়, আখিতারা খাতুন নিয়োগ পরীক্ষায় ৪৩ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং নিয়োগ বোর্ড তাকে সহকারী গ্রন্থাকারীক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। পরে ২৮/১১/২০১৯ তারিখে তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান

করেন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, কাজী আনিসুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন না, অথচ ডিজি প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে অভিভাবক সদস্য আনারুল ইসলাম লিখতে পড়তে জানতেন না। সেই সুযোগে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ তাকে ভুল বুঝিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। আনারুল ইসলাম তদন্তকালে জানান, আখিতারা খাতুনের ভুয়া সনদের বিষয়টি তিনি জানতেন না।

প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ইচ্ছাকৃতভাবে আখিতারা খাতুনের নিয়োগকালীন সময়ের আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র বিনষ্ট করেছেন বলে অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে তিনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন, নিয়োগকালীন সময়ের দাখিলকৃত মূল আবেদনপত্র, সনদ, পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং রেজুলেশনবহির মূল কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মামলার সাক্ষীরা হলেন, দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. তারেক কুদ্দস, অভিভাবক সদস্য মোঃ আনারুল ইসলাম, রূপালী ব্যাংকের শাখা প্রধান মো. হামিদুল ইসলাম, মো. মশিউর রহমান, কাজী মো. আনিসুজ্জামান, সহকারী প্রধান শিক্ষক দিলারা পারভীন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল লতিফ, দুদকের উপসহকারী পরিচালক, মো. আবু তালহা, সহকারী শিক্ষক (ধর্ম) মো. শরিফুল ইসলাম ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মাইদুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় একাধিক সিরিজ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ তো নেয়নি, বরং প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী সীমাহীন দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই নয়, মেহেরপুরের আরও একাধিক স্কুলের দুর্নীতির সাথেও বিনয় কুমার চাকীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে আসবে।

[redacted]

[redacted]